স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নয়নে পুরুষের করণীয়

ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক উন্নয়নে পুরুষের করণীয়

প্রতিবেদন
বুদ্ধদেব বিশ্বাস
সাকিলা রুমা

সম্পাদনা
দেবরা ইফ্‌রইমসন
অমিত রঞ্জন দে

গবেষণা সহযোগী সংগঠন

পালস্, শহীদ নজরুল স্মৃতি সংঘ (এন এস এস), ইয়ং পাওয়ার ইন স্যোশাল এ্যাকশন (ইপসা), বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (বিআইসিডি), সিলেট যুব একাডেমী, চাঁদপুর কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট সংস্থা (সিসিডিএস), সার্ভিস অব হেল্পিং ইনল্যান্ড অব পুওর পিপল (শিপা), মালটি টাস্‌ক, সেভ দি কোস্টাল পিপল (স্কোপ), রুরাল এক্টিং এরেঞ্জমেন্ট সেন্টার (র‍্যাক), কাড়াপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা (কেএনকেএস)

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক উন্নয়নে পুরুষের করণীয়

মুদ্রণে
আইম্যাক্স মিডিয়া লিঃ

ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৬

সহযোগিতায়
পাথ কানাডা, সিডা

বাড়ি নং-৪৯, সড়ক নং - ৪/এ, ধানমন্ডি
ঢাকা -১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯৬৬৯৭৮১, ৮৬২৯২৭৩
ফ্যাক্স ঃ ৮৬২৯২৭১
info@wbbtrust.org
www.wbbtrust.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গবেষণা কার্যক্রমটি সফল করতে পাথ কানাডা ও সিডা আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পাথ কানাডার আঞ্চলিক পরিচালক দেবরা ইফ্‌রইমসনের প্রতি। তার সার্বক্ষনিক সহযোগিতায় প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে দশটি সংগঠন আমাদের এ গবেষণায় সহযোগী হয়েছেন তাদের প্রতি এবং তাদের মাঠকর্মী ও গবেষকদের প্রতি। সর্বোপরি যাারা আমাদেরকে তথ্য উপাত্ত প্রদান থেকে শুরু করে বিসন্ন পর্যায়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে গবেষণাকে সফল করতে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সূচীপত্র

ভূমিকা	০৫
গবেষণার উদ্দেশ্য	০৬
গবেষণার প্রেক্ষাপট	০৬
গবেষণা পদ্ধতি	০৭
গবেষণা এলাকা	০৮
উপাত্ত সংগ্রহ	০৮
উপাত্ত বিশ্লেষণ	০৯
গবেষণার সারসংক্ষেপ	০৯
গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল	১২
নমুনা জরিপ (নারী)	১২
নমুনা জরিপ (পুরুষ)	১৮
একান্ত সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা	২৩
সামাজিকভাবে নারীর অবদানকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়	২৩
নারীদের কি কখনও নির্যাতন করা যায়	২৫
স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত	২৬
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২৮
গবেষণায় প্রাপ্ত নারী নির্যাতনের কারণ ও ফলাফল	২৯
উপসংহার ও সুপারিশমালা	৩০
পরিশিষ্ট	৩০

ভূমিকা

আমাদের পরিবার বা সমাাজে চারপাশে প্রতিনিয়তই দেখা যায় নারী নির্যাতনের বিভৎস ঘটনা। নারী-পুরুষের সমন্বিত এই সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে নারীরা অদিকার বঞ্চিত হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সরকারী-বেসরকারী সংগঠন এসব বঞ্চিত নারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের এ উদ্যোগের ফলে কিছু সুফলও ইতোমধ্যে আমরা ভোগ করা শুরু করেছি।

তথাপিও নারীর প্রতি নির্যাতন-বেষম্য কমিয়ে এনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এখনো আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। যার প্রধানতম কারণ পুরুষের নেতিবাচক মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনে একক কর্তৃত্ব বজায় রাখা। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী পদক্ষেপ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

সরকারী-বেসরকারী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে তরা অধিকাংশই কাজ করছে নারীদের সাথে। যে কারণে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত হলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। নারীর প্রতি নির্যাতন-বৈষম্য কমিয়ে আনতে নারী সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরুষদেরকেও সংবেদশীল করে তুলতে হবে।

সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই "নারীর উপর নির্যাতন-বৈষম্য কমিয়ে আনতে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে করণীয়" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ আর সুগম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

মূলত: নারী -পুরুষের বৈষম্য এবং নারী নির্যাতনের হান কমিয়ে আনতে পুরুষের অংশগ্রহণ কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে বাস্তব সম্মত তথ্য খুঁজে বের করা এই গবেষণার মূল উদ্ধেশ্য। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনটি মূল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল প্রশ্ন তিনটি হলো:

- সামাজিকভাবে নারীর অবদানকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়
- নারীদের কি কখনও নির্যাতন করা যায় এবং
- স্বামী-স্ত্রী 'র সর্ম্পক কেমন হওয়া উচিত

মূল উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আরও কয়েকটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এই গবেষণা কার্যক্রমটি দেশের বেশ কয়েকটি এলাকায় পরিচালনা করা হয়েচে। সেগুলো হলো গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে সমাজ বিশেষ করে পরিবারে বিদ্যমান নারী নির্যাতনের প্রধান কারণগুলো খুজে বের করা, এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পুরুষের মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কার্যক্রম নির্ধারণ করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে আমরা জানার চেষ্টা করি- সামাজিকভাবে নারীদের কিভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, নারী নির্যাতন বিষয়ে নারী -পুরুষ সকলের মতামত এবং একটি আদর্শ পরিবার গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ কি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে পুরুষরা কিভাবে আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটাও গবেষণা থেকে জানার বিষয়।

গবেষণার প্রেক্ষাপট

দেশের প্রায় সবর্ত্রই সরকারী-বেসরকারীভাবে নারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের ইতিবাচক কাজ হচ্ছে। নারীর উপর নির্যাতন-বৈষম্য কমিয়ে আনতে অনেক সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে অদিকার বঞ্চিত নারীদের সাথে। এসব কার্যক্রমের বেশ কিছু সুফল ইতোমদ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের ফলে দেশের প্রায় সর্বত্রই নারীর অধিকার আদায়ের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে।

সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়েও নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের অদিকারহীনতা, নির্যাতন, বৈষম্যের মাত্রা আশানুরূপ হারে কমিয়ে আনা যাচ্ছে না। প্রতিনিয়তই নারী নির্যাতনের নানা বিভৎস ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যারা নির্যাতন করছে তাদের মানসিকতা পরিবর্তনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে স্বল্প পরিমানে।

জেন্ডার ইস্যুতে কর্মরত অধিতাংশ সংস্থা কাজ করার সময় বেশী ভাগ ক্ষেত্রে নারীদের সাথে কাজ করছে। নারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যে কোন ধরনের কাজে নারীদেরকেই সম্পৃক্ত করছে বেশি। কিন্তু নারী-পুরুষের সমন্বয়েই সমাজ গঠিত এবং আমাদের অধিকাংশ পরিবার বা সমাজ পুরুষ শাষিত বা পুরুষদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ পরিবারে বা সমাজের যে কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত পুরুষের ভূমিকাই থাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক ক্ষেত্রে নারীদের কোন মতামতই সমাজ বা পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা (পুরুষরা) গ্রহণ করে না। শুরুমাত্র নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তাদের অধিকার আদায়ের পথ সুগম করা সহজ হবে না। বরং নারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমরা নারীদের পাশাপশি পুরুষদেরকেও যদি সম্পৃক্ত করতে পারি তাহলে আশানুরূপ ফলাফল লাভ করা সম্ভব হবে।

বর্তমান গবেষণায় নারীদের তুলনায় পুরুষদেরকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং বেশি সংখ্যক পুরুষের সাথে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পরিবার নির্যাতন হ্রাসে প্রধানত পুরুষদের ভূমিকা কি হতে পারে এবং সেই লক্ষ্যে কিভাবে কাজ করা যায় তা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে "নারীর ওপর নির্যাতন-বৈষম্য কমিয়ে আনতে পুরুষের করণীয়" শীর্ষক গবেষণাটির মাধ্যমে।

গবেষণা পদ্ধতি
প্রতিবেদনটি তথ্য সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্য মোট তিনটি পদ্ধতিতে গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়। পদ্দতিগুলো হচ্ছে-

ক) নমুনা জরিপ
খ) একান্ত সাক্ষাৎকার এবং
গ) দলগত আলোচনা

প্রতিনিধীত্বশীল উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ১০১০ (এক হাজার দশ) টি নমুনা জরিপ, ৩০০ (তিন শত) জনের নিকট থেকে একান্ত সাক্ষাৎকার এবং ৯০ (নব্বই)টি দলগত আলোচনা করা হয় উদ্দেশ্যমূলক নমূনায়নের ভিত্তিতে।

গবেষণা এলাকা

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট্রের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সারা দেশের ৮টি জেলায় ১০টি সংগঠন উল্লিখিত গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। প্রতিনীধিত্বশীল উপাত্ত সংগ্রহের জন্য শহর এবং গ্রাম উভয় এলাকায় গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে শহরাঞ্চলে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করেছে চারটি সংগঠন। যথা- বরিশালে স্কোপ, রাজশাহীতে বিআইসিডি, সিলেটে যুব একাডেমী এবং চট্রগ্রামে ইপসা। গ্রামাঞ্চলে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করেছে ছয়টি সংগঠন। যথা- বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার মালটি টাস্ক এবং আমতলী উপজেলায় এনএসএস, চট্রগ্রামের পটিয়ায় নওজোয়ান, রাঙ্গামাটির কাপ্তাই প্রকল্প এলাকায় শিপা, চাঁদপুরের সিসিডিএস এবং কক্সবাজারে পাল্‌স। ছোট পরিসরে হলেও পুরো দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনীধত্বশীল উপাত্ত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত এলাকা ও সংগঠনগুলোকে গবেষণা কার্যক্রমে সংযুক্ত করা হয়।

উপাত্ত সংগ্রহ
সহযোগী সংগঠনগুলো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন গবেষক এবং সহযোগী নিয়োগ করে। এসকল গবেষক এবং সহযোগীদেরকে সংগঠনগুলো নিজস্ব উদ্যোগে গবেষণা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সংগঠনগুলোর তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায় থেকে গবেষক এবং সহযোগীরা উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ দিক নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়। উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারীদের তুলনায় বেশি সংক্যক পুরুষ অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণে এবং স্বামী-স্ত্রী 'র সম্পর্কের ইতিবাচক উন্নয়নে করণীয় নিয়ে বর্তমান গবেষণা, সে কারণে অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সদ্য বিবাহিতদের থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৪৫-৫০

বছর বয়সীদের মধ্যে গবেষণা পরিচালনা ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও সব শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্য থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহকারীরা নোট নেয়ার ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। একান্ত সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার সময় একজন প্রশ্ন করেছেন এবং অপর একজন তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে গবেষণার সুবিধার্থে শুধুমাত্র প্রয়োজনয়ি তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ কিছু উদ্ধৃতি অবিকৃতভাবে লিখে রাখা হয় যা গবেষণা ফলাফলে সংযুক্ত করা হয়েছে। নমুনা জরিপের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে আবদ্ধ প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। সে প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শুরু হয় ১৫জুন ২০০৫ এবং শেষ হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫। এ সময়ের মধ্যে আবদ্ধ প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে মোট ১০১০ (একহাজার দশ) টি নমুনা জরিপ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৬১৯ (ছয় শত উনিশ) জন পুরুষ এবং ৩৯১ (তিন শত একানব্বই) জন নারী উত্তরদাতা উত্তর প্রদান করেছেন। একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে ৩০০ (তিন শত) জন উত্তরদাতার নিকট থেকে। যাদের মধ্যে রয়েছেন ২১০ (দুই শত দশ) জন পুরুষ এবং ৯০ (নব্বই) জন নারী উত্তরদাতা। দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে ৯০ (নব্বই)টি। এগুলোর মধ্যে ৬০ (ষাট) টি দল পুরুষ এবং ৩০ (ত্রিশ) টি দল নারী উত্তরদাতাদের মাধ্যমে গঠিত হয়।

উপাত্ত বিশ্লেষণ

সহযোগী সংগঠনগুলো তাদের সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সম্পাদনার মাধ্যমে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে।

গবেষণার সারসংক্ষেপ

নারী এবং পুরুষ উত্তরদাতাদের প্রদত্ত মতামতের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় তাদের মতামতের ব্যবধান রয়েছে। নারী পরিবারে কাজ করার যে কর্মঘন্টার কথা বলে পুরুষ তার থেকে কিছু কম বলে। আবার নারীরা পরিবারে কত ঘন্টা কাজ করে থাকে এমন প্রশ্নের উত্তরে দেখা গেছে পুরুষ নারীর কাজকে কম মূল্যায়ন করছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী (৪৬%) উত্তরদাতা বলেছেন তারা ৯-১২ ঘন্টা কাজ করে। অপরদিকে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩৬%) পুরুষ উত্তরদাতা মতামত প্রকাশ করেন যে তাদের স্ত্রী/নারীরা ৫-৮ ঘন্টা কাজ করেন। নারীদের পরিবারে কাজের সময় হিসেবের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বলার মধ্যে পার্থক্য পাওয়া গেছে।
নারীদের অধিকাংশ মতামত প্রদান করেন পরিবারে তার প্রদত্ত শ্রমের কোন আর্তিক মূল্য নাই কিন্তু পুরুষের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় নারীর এসব শ্রমের মূল্য আছে। নারী সম্পর্কের পুরুষের এই মতামতকে ইতিবাচক বলা যায়। পরিবারে নারীদের কাজের আর্থিক মূল্যায়ন সম্পর্কে নারী পুরুষের দেয়া মতামতের তুলনা থেকে দেখা যায়, ৬৪% নারী উত্তরদাতা মনে করেন পরিবারে তিনি যেসব কাজ করেন সেগুলোর বিশেষ কোন আর্থিক মূল্য নেই।

অপরদিকে ৫৪.৩% পুরুষ উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেন তার স্ত্রী পরিবারে যে কাজ করেন সেগুলোর আর্থিক মূল্য আছে। এক্ষেত্রে নারীদের কাজ সম্পর্কে অধিকাংশ পুরুষরা ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন। তবে নারীরা নিজেদের কাজকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন করছে বা নেতিবাচক হিসেবে দেখছে। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর নিজের কাজের যে আর্থিক মূল্য আছে সেটি চিন্তা করতে পারছে না।

ছেলে শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মতামত দিয়েছেন ১০০% নারী উত্তরদাদা। আর মেয়ে শিশুদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন ৯৪% নারী।

অপরদিকে পুরুষ উত্তরদাতাদের মদ্যে ৯৯.৮% মত প্রকাশ করেন ছেলে শিশুদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন আছে। আর মেয়ে শিমুদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন আছে বলে মতামত প্রদান করেছেন ৯২.৪% পুরুষ উত্তরদাতা। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রায় একশত ভাগ নারী-পুরুষ ছেলে শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মতামত প্রদান করেছেন।

তবে মেয়ে শিশুদের শিক্ষার বেশিরভাগ নারী-পুরুষ উত্তরদাতা প্রয়োজনীয়তা আছে বললেও বেশ কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ উত্তরদাতা তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ছেলে শিশুকেই গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। শিশু বয়স থেকেই মেয়েরা পরিবার থেকে অবহেলিত হতে থাকে। ফলে তাদের চিন্তা জগঃ তৈরি হয় সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে। তারা নিজেদেরকে

অবমূল্যায়ন করতে শুরু করে। এই গবেষণা থেকে বিশেষ করে শিক্ষার ব্যাপারে পুরুষদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব বেশি লক্ষ্যণীয়।

পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্বামী তাদের সাথে পরামর্শ করেন বলে ৬২.৯% নারী উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ৭৫% পুরুষ উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেন পরিবারের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় স্ত্রী'র সাথে পরামর্শ করেন
এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মতামতের মধে পার্থক্য দেখা যায়। বেশি সংখ্যক পুরুষ মতামত দিয়েছেন পরিবারে সিদ্ধান্তের গুহণের সময় স্ত্রী বা নারীদের সাথে পরামর্শ করেন এক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম সংখ্যক নারী মতামত দিয়েছেন যে পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় পুরুষরা তাদের সাথে পরামর্শ করে থাকে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্র শিশুদের লালন-পালনের (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করেন বলে ৭৩.৬% নারী উত্তরদাতা প্রদান করেছেন। স্বামী/ পুরুষরা শিশুদের লালন-পালন (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে সহযোগিতা করেন বলেছেন ৬৪% এবং ৫৯.৬% নারী উত্তরদাতার স্বামী প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতার মাধ্যমে স্ত্রীকে সহায়তা করেন বলে মতামত দিয়েছেন।

অপরদিকে ৮১.৯% পুরুষ উত্তরদাতা মিমুদের লালন-পালন (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করেন এবং ৬১.২% প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা প্রদান করেন বলে মতামত দিয়েছেন। এখানে দেখা যায় বেশিভাগ পুরুষ শিমুদের লালন পালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে বলে মতামত প্রদান করলেও সেই তুলনায় কম সংক্যক নারীরা মতামত দিয়েছেন যে পুরুষরা সহযোগিতা প্রাদন করেন।

নারী নির্যাতন করা যায় কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশই নারীকে নির্যাতন করা যায় না বলে মতামত প্রদান করেছেন। যেমন-নারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৯.৯% মতামত প্রদান করেন শিশুদের ঠিক মত দেখাশোনা না করলে, ৪৭.৮% স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলে, ৬৩.৪% খাবার তৈরিতে দেরী হলে, ৩৪% স্বামীর কথা না শুনলে নারীদের নির্যাতন করা যায় না বলে মতামত প্রদান করেন।

অন্যদিকে পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৮.৮% শিশুদের ঠিক মত দেখাশোনা না করলে, ৫৫.৭% স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলে, ৮১.৬% খাবার তৈরিতে দেরী হলে এবং ৩৬.৭% স্বামীর কথা না শুনলে স্ত্রীকে নির্যাতন করা যায় না বলে মতামত প্রদান করেন। তবে এই একই ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ নারীকে নির্যাতন করা যায় বলে মতামত প্রদান করেছেন। কিন্তু স্বামী স্ত্রী একজন অন্যজনের পরিপূরক।

অতএব কেই কাউকে নির্যাতন করতে পারেন না। প্রয়োজন পারস্পারিক সহযোগিতা। এক্ষেত্রে অধিকাংশ পুরুষের কাছ থেকে ইতিবাচক মতামত পাওয়া গিয়েচে। এগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে এবং নেতিবাচক মনোভাবগুলি দূর করার ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

নমুনা জরিপ (নারী)

নমূনা জরিপে অংশগ্রহণকারী নারী উত্তরদাতাদের নিকট থেকে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য জরিপে মোট অংশগ্রহণকারী নারী উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল ৩৯১ জন। দেশের ৮টি জেলার ১০টি সংগঠন মাঠ পর্যায়ে এসকল নারীদের মাঝে কাজ করে এ উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন।

চিত্র - ১

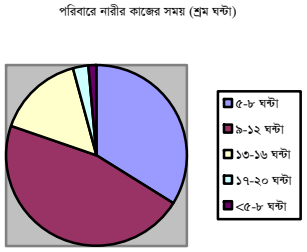

নারীদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল তারা দিনে পরিবারে কত ঘন্টা কাজ করেন, তখন ৩৪% (১৩৩ জন) বলেছেন তারা ৫-৮ ঘন্টা, ৪৬.৩% (১৮১ জন) বলেছেন ৯-১২ ঘন্টা, ১৫.৬% (৬১ জন) বলেছেন ১৩-১৬ ঘন্টা এবং ২.৬% (১০ জন) বলেছেন ১৭-২০ ঘন্টা কাজ করেন। ১.৫% (৬ জন) ৫-৮ ঘন্টার কম সময় কাজ করেন বলে মতামত প্রদান করেছেন। এখানে দেখা গেছে অধিকাংশ নারীরা পরিবারে ৯-১২ ঘন্টা কাজ করেন বলে জানিয়েছেন।

চিত্র -২

নারীরা পরিবারে যে কাজ করে থাকেন তার কোন আর্তিক মূল্য আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হলে ৩৫.৮% (১৪০%) বলেন পরিবারে তিনি যে কাজ করেন তার আর্থিক মূল্য আছে। এক্ষেত্রে ৬৪.২% (২৫১ জন) পরিবারে তিনি যে কাজ করেন তার আর্থিক মূল্য নেই বলে মতামত প্রদান করেন। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তরদাতা পরিবারে প্রদত্ত শ্রমের কোন আর্থিক মূল্য নেই বলে মতামত প্রদান করেন।

চিত্র -৩

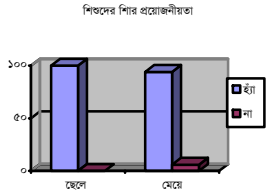

উত্তরদাতাদের কাছে যখন জিজ্ঞেস করা হল শিশুদের মিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আচে কিনা, তার উত্তরে ১০০% (৩৯১ জন) ছেলে মিমুদের শিক্ষার (লেখাপড়া শেখার) প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মতামত প্রদান করেন। কারোর নিকট থেকে কোন নেতিবাচক উত্তর এক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ৯৪.১% (৩৬৮ জন) মেয়ে শিশুদের মিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ৫.৯% (২৩ জন) মেয়ে শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মতামত প্রাদন করেন। এক্ষেত্রে মেয়ে শিশুদের শিক্সার ক্ষেত্রে উত্তরতাতাদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র- ৪

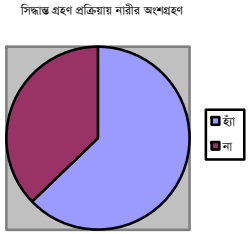

পরিবারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্বামীরা তাদের সাথে পরামর্ম করেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৬২.৯% (২৪৬ জন) বলেছেন তাদের স্বামীরা পরিবারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের সাথে পরামর্শ করেন এবং ৩৭.১% (১৪৫) স্বামীরা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় তাদের সাথে পরামর্শ করেন না বলে মতামত প্রদান করেন। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় অধিকাংশ উত্তরদাতা পারস্পরিক (স্বামী-স্ত্রী) পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বলে ফলাফল বিশ্লেষণে প্রতিয়মান হয়।

চিত্র -৫

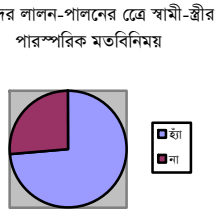

শিশুদের লালন পালনের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র পারস্পরিক পরামর্শ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে তাদের স্বামীদের সাথে পরামর্শ বা মতবিনিময় করেন কিনা জানতে চাওয়া হলে ৭৩.৭% (২৮৮ জন) বলেছেন, শিশুদের লালন-পালন (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি)-এর বিষয়ে তারা স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করেন না বলে মত প্রদান করেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, অদিকাংশ উত্তরদাতা শিশুদের লালন পালনের ক্ষেত্রে তথা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করেন।

চিত্র -৬

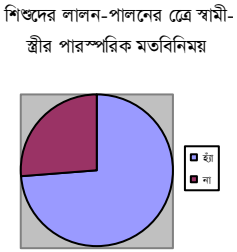

জন্মগ্রহণ করার পর একটি শিশু পিতা-মাতা উভয়েরই সন্তান। তাদের লালন পালন করার দায়িত্ব উভয়ের। এক্ষেত্রে তাদের স্বামীরা তাদেরকে সহযোগিতা করেন কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে ৬৪.২% (২৫১ জন) তাদের স্বামীরা শিশুদের লালন-পালনের (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে সহযোগিতা করে থাকেন এবং ৩৫.৮% (১৪০ জন) স্বামীরা শিশুদের লালন-পালনের (লেখাপড়, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে সহযোগিতা করেন না বলে মত প্রদান করেন। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতার স্বামী শিশুদের লালন পালনের ক্ষেত্রে তথা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখায়।

চিত্র - ৭

শিশুদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে স্বামীর সহযোগিতার ধরণ

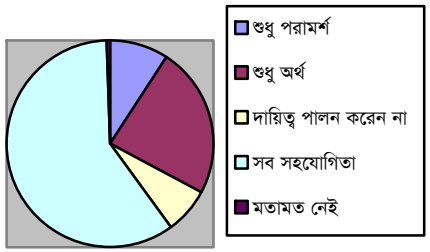

শিশুদের লালন পালনের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র পারস্পরিক পরামর্শের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সহযোগিতারও প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে শিশুদের লালন পালনে তাদের স্বামীরা কি ধরনের সহযোগিতা করে এ প্রশ্নের উত্তরে ৯.২% (৩৬ জন) তাদের স্বামীরা শিশুদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তথা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে শুধু পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে, ২৩.৫% (৯২ জন) মুধু অর্থ প্রদান করেন, ৫৯.৬% (২৩৩ জন) প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতার মাধ্যমে স্ত্রীকে সহায়তা করেন বলে জানিয়েছেন।

পুরুষের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে ৭.২% (২৮ জন) তাদের স্বামীরা কোন দায়িত্ব পালন করেন না বলে জানান এবং ০.৫% (২ জন) মতামত প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের স্বামীরা প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা করেন বলে প্রতিয়মান হয়।

চিত্র - ৮

নারী নির্যাতন করা যায় কি যায় না এ বিষয়ে নারীদের মধ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পাওয়া গেছে। নারী নির্যাতন করা যায় না এমন মনোভাব বেমীর ভাগের মধ্যেই দেখা যায়। তবে একটু নির্দিষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে যেমন- (ক) শিশুদের ঠিক মত দেখাশোনা না করলে নারীদের নির্যাতন করা যায় কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৪৯.৮% (১৯৫ জন) নির্যাতন করা যায় এবং ০.৪% (১) জন মতামত প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন।

একইভাবে (খ) স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলে নারীদের নির্যাতন করা যায় বলেছেন ৫১.৮% (২০৩ জন) এবং নির্যাতন করা যায় না বলে মতামত প্রদান করেছেন ৪৭.৮% (১৮৭ জন)। এক্ষেত্রে ০.৪% (১) জন উত্তরদাতা মতামত প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন।

(গ) খাবার তৈরিতে দেরী হলে পুরুষরা নারীদের নির্যাতন করতে পারেন কিনা জানতে চাওয়া হলে ৩৬.২% (১৪২জন) নির্যাতন করা যায় এবং ৬৩.৪% (২৪৮ জন)

নির্যাতন করা যায় না বলে মত প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে ০.৪% (১ জন) মতামত প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন।

(ঘ) স্বামীর কথা না শুনলে নারীদের নির্যাতন করা যায় বলে মতামত প্রদান করেছেন ৬৫.৬% (২৫৭ জন) এবং নারীদের নির্যাতন করা যায় না বলেছেন ৩৪% (১৩৩ জন) উত্তরদাতা। এক্ষেত্রে ০.৪% (১ জন) কোন ধরনের মতামত প্রদান করেননি।

চিত্র - ৯

নারী-পুরুষের সমন্বয়েই পরিবার এবং সমাজ। কোনভাবেই একজনকে বাদ দিয়ে আদর্শ পরিবার বা সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পুরুষের সাহায্য ছাড়া নারী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ২৮.১% (১১০ জন) জানিয়েছেন পুরুষের সাহায্য ছাড়া নারী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং ৭১.৯% (২৮১ জন) সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বলে মতামত প্রদান করেন। অর্থাৎ অধিকাংশ নারী উত্তরদাতার মতে সিদ্ধান্ত গ্রহনে পুরুষের সহায়তা ছাড়া নারী কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ককে সাধারণভাবে নারীরা কিভাবে পরিমাপ করে বা কিভাবে চিন্তা করে জানতে চাওয়া হলে- ১১.৯% (৪৪ জন) স্বামীকে বন্ধু, ৩২.৭% (১২১ জন) কাজের মানুষ, ৮.৯% (৩৩ জন) পরিবারে অর্থনৈতিক সহযোগী এবং ৪৬.৫% (১৭২ জন) স্বামীকে জীবন সঙ্গী মনে করেন। অধিকাংশ উত্তরদাতা স্বামীকে তাদের জীবন সঙ্গী মনে করে বলে মত প্রকাশ করেন।

পুরুষ

নমূনা জরিপে অংশগ্রহণকারী পুরুষ উত্তরদাতার নিকট থেকে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য নমূনা জরিপে মোট অংশগ্রহণকারী পুরুষ উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল ৬১৯ জন। দেশের ৮টি জেলার ১০টি সংগঠন মাঠ পর্যায়ে পুরুষদের মাঝে কাজ করে এ উপাত্ত সংগ্রহ করে।

চিত্র - ১

পুরুষদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল তাদের স্ত্রীরা দিনে পরিবারে কত ঘন্টা কাজ করেন তখন ৩৬.২% (২২২ জন) বলেছেন ৫-৮ ঘন্টা, ৩৬% (২২১ জন) বলেছেন ৯-১২ ঘন্টা, ২৪.১% (১৪৮ জন) বলেছেন ১৩-১৬ ঘন্টা, ১.৬% (১০ জন) বলেছেন ১৭-২০ ঘন্টা কাজ করেন এবং ২.১ (১৩ জন) উত্তরদাতা ৫-৮ ঘন্টার কম সময় কাজ করেন বলে মতামত প্রদান করেছেন। ফলাফলে দেখা গেছে অধিকাংশ পুরুষ বলেছেন নারীরা পরিবারে সর্বোচ্চ ৫-৮ ঘন্টা কাজ করে থাকেন।

চিত্র - ২

নারীরা পরিবারে যে কাজ করে থাকেন তার কোন আর্থিক মূল্য আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৫৪.৩% (৩৩৬ জন) মতামত প্রদান করেন নারীরা পরিবারে যে কাজ করেন

সেগুলোর আর্থিক মূল্য আছে এবং ৪৫.৭% (২৮৩ জন) এ কাজের কোন আর্থিক মূল্য নেই বলে মতামত প্রদান করেন। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তরদাতারা মনে করেন তার স্ত্রী পরিবারে যে কাজ করেন সেগুলোর একটা আর্থিক মূল্য আছে।

চিত্র - ৩

উত্তরদাতাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিণ শিশুদের শিক্ষার (লেখাপড়া শেখার) প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তার উত্তরে ৯৯.৮% (৬১৮ জন) মত প্রকাশ করেন ছেলে শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং ০.২% (১জন) প্রয়োজন নেই বলে মত প্রদান করেন। অপরপক্ষে ৯২.৪% (৫৭২ জন) মতামত দেন মেয়ে শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং ৭.৬% (৪৭ জন) বলেছেন শিক্ষার মেয়ে শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। ফলাফলে পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যেও মেয়ে শিশুদের লেখাপড়া ক্ষেত্রে কিছুটা নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

পরিবারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উত্তরদাতা স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৭৫.১% (৪৬৫ জন) বলেছেন পরিবারের কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে থাকেন এবং ২৪.৯% (১৫৪ জন) পরামর্শ করেন না বলে জানিয়েছেন।

অধিকাংশ উত্তরদাতা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্ত্রী'র সাথে পরামর্শ করেন বলে ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়।

চিত্র - ৫

স্বামী-স্ত্রী'র পারস্পরিক পরামর্শ শিশুদের লালন পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্বামীরা স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ বা মতবিনিময় করেন কিনা জানতে চাওয়া হলে ৮১.৯% (৫০৭ জন) শিশুদের লালন-পালনের (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে স্বামী, স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেন এবং ১৮.১% (১১২ জন) পরামর্শ করেন না বলে মতামত প্রদান করেন। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতা শিশুদের লালন পালনের ক্ষেত্রে তথা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করেন।

চিত্র - ৬

জন্মগ্রহণ করার পর একটি শিশুর লালন পালনের করার দায়িত্ব পিতা-মাতা উভয়েরই প্রয়োজন পারস্পারিক সহযোগিতা। এক্ষেত্রে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করেন সে প্রশ্নের উত্তরে ৫.৮% (৩৪ জন) স্ত্রীকে শুধু পরামর্শ প্রদান করেন, ৩১.৫% (১৮৫ জন) শুধু অর্থ প্রদান করে, ৬১.২% (৩৫৯ জন) প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা প্রদান করে সহযোগিতা করেন বলে জানান।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ১% (৬ জন) কোন দায়িত্ব পালন করেন না বলে মত প্রকাশ করেন এবং ০.৫% (৩ জন) মতামত প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। এখানে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ উত্তরদাতা স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা প্রদান করে সহযোগিতা করেন বলে মতামত প্রকাশ করেছেন।

নারীকে নির্যাতন করা যায় কি যায় না এই বিষয়ে পুরুষদের মধ্যে থেকে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পাওয়া গেছে। নারী নির্যাতন করা যায় না এমন মনোভাবে অধিকাংশের মধ্যেই দেখা যায়। তবে একটু নির্দিষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে যেমন- (ক) শিশুদের ঠিক মত দেখাশোনা না করলে নারীদের নির্যাতন করা যায় কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৩০.৫% (১৮৯ জন) বলেছেন নারীকে নির্যাতন করা যায় এবং ৬৮.৮% (৪২৬) বলেছেন নির্যাতন করা যায় না। এক্ষেত্রে ০.৭% (৪ জন কোন মতামত প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন।

একইভাবে (খ) স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলে নারীদের নির্যাতন করা যায় কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৪৪.৩% (২৭৪ জন) বলেছেন নির্যাতন করা যায় এবং ৫৫.৭% (৩৪৫ জন) নির্যাতন করা যায় না বলে মতামত প্রদান করেন।

(গ) খাবার তৈরীতে দেরী হলে পুরুষ নারীকে নির্যাতন করতে পারি কিনা জানতে চাওয়া হরে ১৭.৬% (১০৯ জ ন) স্ত্রীকে নির্যাতন করা যায় এবং ৮১.৬% (৫০৫ জন) নির্যাতন করা যায় না বলে মতামত প্রদান করেন। এক্ষেত্রে ০.৮% (৫ জন) মতামত প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন।

(ঘ) স্বামীর কথা না শুনলে নারীদের নির্যাতন করা যায় বলেছেন ৬৩.৩% (৩৯২ জন) এবং ৩৬.৭% (২২৭ জন) নির্যাতন করা যায় না বলে মতামত প্রদান করেন।

এক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণভাবে নারীদের "নির্যাতন" করা যায় না বলে মতামত দিলেও সুক্ষভাবে নারীকে নির্যাতন করা যায় বলে মতামত প্রদান করেছেন উত্তরদাতারা এগুলোকে তারা সরাসরি নির্যতান বলে স্বীকার করতে চান না।

চিত্র- ৮

স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ককে সাধারণভাবে পুরুষরা কিভাবে পরিমাপ করে বা কিভাবে চিন্তা করে জানতে চাওয়া হলে ১৬.৮% (১০৪ জন) স্ত্রীকে বন্ধু, ৭.৩% (৪৫ জন) কাজের লোক, ১৮.৪% (১৪৪ জন) পরিবারে অর্তনৈতিক সহযোগী, ৫৬.৫% (৩৫০ জন) স্ত্রীকে জীবনসঙ্গী মনে করেন বলে মত প্রকাশ করেন এবং ১% (৬ জন) উত্তরদাতা মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকেন। ফলাফলে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতা স্ত্রীকে জীবন সঙ্গী মনে করেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহন সম্পর্কে যেমন জায়গা-জমি, পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয় বা সন্তানের বিয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে স্ত্রী'র মতামত নিয়ে থাকেন কিনা জানতে চাওয়া হলে অপর একজন পুরুষ উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেন, "এতে স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করার কি দরকার?"

একান্ত সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা

নমূনা জরিপের পাশাপাশি একান্ত সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে পুরুষের করণীয় নির্ধারণে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য চেকলিস্টের ভিত্তিতে মূল তিনটি (সামাজিকভাবে নারীর অবদানকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়, নারীদের কি কখনও নির্যাতন করা যায়, স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত) প্রশ্নের উত্তর বের করে আনতে চেষ্টা করা হয়। একান্ত প্রশ্নের উত্তর বের করে আনতে চেষ্টা করা হয়। একান্ত সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা সমন্বিত ভাবে নিম্নেতুলে ধরা হলো।

সামাজিকভাবে নারীর অবদানকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়

গৃহিনী হিসেবে ঘরের কাজ করবে নারীদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক চিন্তা। নারী সন্তান লালন-পালন, রান্না-বান্না তথা ঘরের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। এর বাইরে তারা বিশেষ কোন জায়গায় উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা বা অবদান রাখতে পারে তা অনেকেই স্বীকার করতে চান না।

ছবি

গবেষণায় জানতে চাওয়া হয়েছিল-নারীরা পরিবারে যে কাজ করে তার কোন আর্তিক মূল্য আছে কি না? এ প্রসঙ্গে একজন পুরুষ উত্তরদাতা তার নিজের ভাষায় বলেন, "স্ত্রীদের কাজ হলো ঘরের সব কাজ করা, যার যে কাজ সে সেটাই করে, তার জন্য তাকে পারিশ্রমিক বা মূল্য দিতে হবে কেন?"

তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই ধারণার পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে, যেসব নারীর শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অতবা অন্য যে কোনভাবে পরিবারে আর্থিক সহায়তা করছে, তারা পরিবার ও সমাজের জন্য বিশেষ অবদান রাখছে। তাদের (নারী) এইসব ভূমিকাকে পরিবারের জন্য বিশেষ অবদান হিসেবে মূল্যায়ন করা উচিত। নারীর অবদানকে মূল্যায়ন করে একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, "সংসার বা পরিবারের মূল চাবি হল নারী"।

গুহস্থালীর কাজ কর্মে, শিশুদের লালন-পালন, শিক্ষা, শিশুর মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। তাদের মতে নারী পরিবারে যে শ্রম দেয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকাণ থেকেও তার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নারীর অবদান সম্পর্কে রাজশাহী অঞ্চলের একজন নারী উত্তরদাতা বলেন, নারী যে হাতে রান্না করে সেই হাতেই বিশ্ব চালায়"। চট্টগ্রাম শহর এলাকার একজন নারী অংশগ্রহণকারী বলেন, "সংসারত যদি আরা ন থাকিতাম তইলে এই জগৎ বলি কিছু ন থাকিত" (সংসারে আমরা যদি না থাকতাম তাহলে জগৎ বলে কিছু থাকত না)

সামাজিকভাবে নারীর অবস্থান কেমন এরকম একটি প্রশ্নের উত্তরে দলীয় আলোচনায় অংশ্রগহণকারী নারীরা বলেন, "নারীরা বাবা-মা ছেড়ে স্বামীর ঘরে এসে অসহায় হয়ে যায়," "স্বামী মারলে বান্ধা (বাধা) গরুর মত মার খেতে হয়" "আমরা শত অপরাধ মেনে নিয়ে সেই ঘরে করি আমাগো যাওয়ার জায়গা নেই"।

নারীদের কি কখনও নির্যাতন করা যায়

নারী নির্যাতন সম্পর্কে নারী ও পুরুষ উত্তরদাতারা স্ব স্ব মতামত প্রদান করেছেন। যেমন মনোয়ারা নামে কক্সবাজারের একজন নারী উত্তরদাতার নির্যাতন সম্পর্কে মন্তব্য ছিল এরকম, "মা তুলি বকা দেয়, গালাগালি করে এটা আমার কাছে নির্যাতন"। এ প্রসঙ্গে একজন পুরুষ উত্তরদাতার মন্তব্য ছিল, "সাধারণ চড় থাপ্পর মারন (মারা) যায়।"

অধিকাংশই ক্ষেত্রেই পুরুষরা বলেছে যে, নারী নির্যাতন করা যায় না। তবে একটু নির্দিষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে বলেছেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলে তখন নারীকে নির্যাতন করা যায়।" অপর একজন উত্তরদাতা বলেন, "শাসন (নির্যাতন যদি অবাধ্যতা হয় তাহলে ঘরের বইকে সামলাবো কিভাবে?"

নারী বা স্ত্রী'র ভূলের কারণে সৃষ্ট অপরাধের জন্য শাসন (নির্যাতন) করার কথা বলেন অনেক উত্তরদাতাই। তবে তারা এটাকে নির্যাতন বলেতে রাজী না। স্বামীর মুখের উপর কথা বললে (স্বামী'র যে কোন কথার প্রতি উত্তর করলে) স্ত্রীকে নির্যাতন করা যায় এমন মত দিয়েছেন অনেকে। এভাবে তারা মানসিক, শারিরীক উভয় প্রকার নির্যাতন চিহ্নিত করেছেন।

ইতিবাচক অনেক মতামতও প্রদান করেছেন উত্তরদাতারা। সিলেটের একজন উত্তরদাতা বলেন, "বই যেই পেটায় তায় (সে) মানুষ? বই আদরে জিনিস।" অপর একজন বলেন, "দুইজনে মিলে সংসার, বই মারা ঠিক না।" এমন মতামত প্রদানকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

কেমন ব্যবহার তারা (নারীরা) স্বামীর নিকট আশা করে সে প্রশ্নের সে উত্তরে একজন উত্তরদাতা বলেন, "তুই তোকারি করতে পারবে না, শান্ত ভাবে কথা বলবে"। অন্য একজন বলেন, "কথা দিয়া বুঝাইতে হইবে, কথা দিয়া না বুঝাইলে মাইরা বুঝানো যাবে না।

সরাসরি নির্যাতন করা যায় না বলে অধিকাংশ উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেন। তবে কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রী বা নারীদের শাসন বা আঘাত করা যায়। যাকে তারা নির্যাতন বলতে রাজী না।

নারীরাও পুরুষ/স্বামীদেরকে তাদের কর্তা ব্যক্তি মনে করছে। পাশাপাশি নারীরা নিজেদেরকে দুর্বল এবং পুরুষ বা স্বামীর অধীনস্থ হিসেবে মেনে নিয়ে পুরুষের নির্যাতনকেও মেনে নিচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এটাকেই নিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করছে অনেকে।

স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক বিশেষ বন্ধুভাবাপন্ন হয় না। স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক কেমন হতে পারে বা হওয়া প্রয়োজন জানতে চাইলে একজন নারী উত্তরদাতা পরিবারের নির্যাতন নিয়ে তাদের উপলব্ধি প্রকাশ করে বলেন, " বাইরের জ্বালা সহ্য করা যায়, ঘরের জ্বালা সহ্য করা যায় না।

একজন উত্তরদাতা বলেন, "প্রত্যেক স্ত্রী বা নারী খুব ভাল কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা ধন-দৌলত চায় না। স্বামীর কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আশা করে।" অপর একজন উত্তরদাতা বলেন, "স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক যদি ভাল না হয়, তাহলে পরিবারটি কখনই পূর্ণতা পায় না।" অন্য একজ বলেন, "আবার স্বামীরা যদি নম্র ভদ্র অয় তইলে আরা খুশী" (আমাদের স্বামীরা যদি নম্র ভদ্র হয় তাহলে আমরা খুশি)

অধিকাংশ উত্তরদাতার মতে স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক হওয়া উচিত সহযোগিতাপূর্ণ। তবে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। স্বামীর

সহযোগীতার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কাপ্তাই এলাকার একজন উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেন, "সহযোগিতা করে পিঠে দিয়া।" অপর একজন নারী উত্তরদাতা বলেন, "সারাদিন বিছানায় পড়ি থাকলেও জিগায় না।"

পারিবারিক বা সামাজিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ একজন অপরজন ছাড়া সুষ্ঠু সুন্দর জীবন-যাপন করা সম্ভব কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে নারী-পুরুষ প্রায় সকলে একই ধরনের মতামত প্রদান করেছেন। তাদের অধিকাংশের মতে নারী ছাড়া যেমন পুরুষ চলতে পারে না তেমন পুরুষ ছাড়াও নারী চলতে পারে না। এ বিষয়ে একজন উত্তরদাতার মতে, "মেয়ে ছাড়া সংসারে চলা যাবে না।"
আবার কিছু ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীত মতামত করেছেন উত্তরদাতারা। একজন নারী উত্তরদাতা বলেন, "ইচ্ছা করলে স্বামী ছাড়া চলতে পারে।" তবে এক্ষেত্রে তারা নারীর অর্তনৈতিক স্বচ্ছলতার দিকেও ইঙ্গিত করেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন নারী উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেন, "দু'জনের সমঝোতার মাধ্যমে যে কোন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায়।" দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী যে একজন ভাল বন্ধু হতে পারে এ বিষয়টি অনেকের কাছে অজানা।

তবে অনেকের মতে, স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক বন্ধুভাবাপন্ন এবং সহযোগিতার মানসিকতাপূর্ণ হওয়া উচিত। জীবন যাপনের প্রয়োজনেই শুধু স্ত্রী'র দরকার এ মনোভাব পরিলক্ষিত হয় অনেক উত্তরদাতার মধ্যে। সাংসারিক জীবন সম্পর্কে একজন সাধারণ নির্মাণকর্মী বলেন, "সংসারে সুক আসে দু'টি মন একাত্ব হলে।"

সিলেট এলকার একজন উত্তরদাতার মতে "ছোট বা শিক্ষিত পরিবার আদর্শ পরিবার বলে আমি জানি। কিন্তু আমার মনে হয় যে পরিবারে ঝগড়া-ঝাটি নাই, মান-সম্মান বোধ আছে, সুশৃঙ্কলভাবে সংসার চলছে তাকে আদর্ম পরিবার বলা যায়।"

অপর একজন উত্তরদাতার মতে, "পুরুষদের অবশ্যই নারীর কাজ বা তাদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।" অন্য একজন উত্তরদাতা বলেন,"সংসার করতে গেলে আপা, পুরুষদের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি নারীরও প্রয়োজন আছে। দু'জন থেকে একজনকে বাদ দিয়ে সংসার করা যায় না।"

সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো তথা তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রেও পুরুষরা ভূমিকা পালন করতে পারে। এবিষয়ে একজন নারী উত্তরদাতা বলেন,"আমাদের (স্ত্রী/নারী) অনেক ভাল ভাল সিদ্ধান্ত স্বামীর (পুরুষ) মানা (মেনে নেওয়া) উচিত।"

বূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে সমাধান কিভাবে হতে পারে এবিষয়ে মোঃ ফারুক নামের একজন উত্তরদাতা বলেন, "পরিবারে কোন ভুল বোঝাবুঝির হলে স্বামী-স্ত্রীর দু'জন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করি।" অনেক উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন যে স্বামী-স্ত্রী'র আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে স্বামীকেই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। নিজে ধৈয্য ধরে স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- গবেষণা কার্যক্রমটি খুব কম সময়ের মধ্যে অন্য সংগঠনকে দিয়ে মেষ করাতে হয়েছে।
- অন্য সংগঠনের সাথে গবেষণার ক্ষেত্রেও ওই একই কারণে কম সময়ের মধ্যে কাজ করা এবং আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবে সংগঠনগুলোকে গবেষণা বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ না দিয়েই গবেষণা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা হয়।
- অধিকাংশ সংগঠনের গুনগত (কোয়ালিটিটিভ) গবেষণা করার ক্ষেত্রে বেশি অভিজ্ঞতা না থাকায় তাদের আন্তরিকতা সত্ত্বেও উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরিতে বেশ কিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। যে কারণে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ছোট ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

গবেষণায় প্রাপ্ত নারী নির্যাতনের কারণ ও ফলাফল

গবেষণার মাধ্যমে সারা দেশের ১০টি এলাকা (গ্রাম এবং শহর) থেকে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রপ্ত ফলাফলে সমাজে বা পরিবারে নারী নির্যাতন বিষয়ে বেশ কিছু কারণ যেমন স্পষ্ট হয়েছে তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা উত্তরণের বিশেষ করে পুরুষের বূমিকা কি হতে পারে সেগুলোও চিহ্নিত হয়েছে।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবারগুলো পুরুষদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অর্থাৎ পরিবারে বা সমাজে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে পুরুষরাই প্রধান ভূমিকা পালন করছে। নমূনা জরিপের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরিবারে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে থাকে।

তবে একান্ত সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনায় দেখা গেছে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতের বিশেষ কোন প্রাধান্য দেয়া হয় না। নারীদের কাজ বা অবদানকে অদিকাংশ ক্ষেত্রে হিসাব করা হয় না বা অস্বীকার করা হয়ে থাকে। এভাবে নারীদেরকে বিভিন্নভাবে অবহেলা করা হয়। এছাড়াও ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কারের দ্বারা নারীরা বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত হয়।

অধিকাংশ উত্তরদাতার কাছ তেকে নারীদের নির্যাতন করার যে কারণ পাওয়া গেছে সেগুলো বিশ্লিষণে দেখা গেছে এর পিছনে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থ, সামাজিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় কুসয়স্কার, শিক্ষা, সম্পত্তিতে অধিকার বিস্তার, যৌতুক, নেশা, স্বামী-স্ত্রী'র বয়সের পার্থক্য প্রভৃতি।

এই মূল কারণগুলোকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো ছোট ছোট কারণ চিহ্নিত হয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা নগদ অর্থ আয় করে না, সম্পত্তির অধিকার পায় না। যে কারণে নারীদেকে দুর্বল হিসাব করা হয়। পুরুষদের চিন্তা থাকে যেহেতু তারা অর্থ আয় করে বা সংসারে ার্থ যোগান দেয় সে কারলে নারী সব সময় তাদের অধীনে থাকবে তাদের নির্দেশ মেনে চলবে।

সংসারে মূলত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় স্বামী-স্ত্রী'র বুল বোঝাবুঝির থেকে। যার অন্যতম প্রধান কারণ স্বামী-স্ত্রী'র বয়সের ব্যবধান বলে গবেষণা ফলাফল থেকে প্রতিয়মান হয়। এক্ষেত্রে পরিবারে কর্তাব্যক্তি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ছেলে-মেয়ের বিয়ের সময় তাদের বয়সের ব্যবধাসকে গুরুত্ব দেয়া উচিত এবং কম বয়সী মেয়ের সাথে বেশী বয়সী ছেলে বিয়ে না দেয়া উচিত।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটানো হয় পুরুষের সম্পৃক্ততায়। সেকারণে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতন কমিয়ে আনতে পুরুষদের ভূমিকাই হতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা থেকে নারী নির্যাতন কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ভূমিকা বিশেষ করে পুরুষের ভূমিকা কি হতে পারে সে বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয় উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে বেশ কিছু মতামত পাওয়া গেছে।

প্রথমত একটি আর্দম পরিবার গড়ে তোলা জরুরী বলে তারা মতামত প্রদান করেন। অর্থাৎ তাদের অনেক ভাল বা সঠিক সিদ্ধান্ত রয়েছে যা স্বামী বা পুরুষের মেনে নেয়া উচিত বলে তা মত প্রকাশ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াঢ নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো তথা তাদের মতামতকে মূলায়ন করার ক্ষেতেও পুরুষরা ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

একটি সুস্থ সুন্দর আদর্শ পরিবার তথা সমাজ গঠনের আমাদের উচিক নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া। তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং অধিথকার আদায়ের কাজ করা। নারী পুরুষ সম-অধিকারের ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অবাধ অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। নারী-পুরুষ সম-অধিকারের লক্ষ্যে বেসকারী উন্নয়ন সংগটন সমূহ কাজ করে যাচ্ছে। নারীদের অধিকার সম্পর্কে নারীদের যেমন সচেতন হতে হবে ঠিক এইকউভাবে নারীর অধকার আদায়ের ক্সেত্রে পুরুষের নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কেও পুরুষদের সচেতন হতে হবে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা নির্যাতনকে চিহ্নিত করেছেন, নির্যাতনকে অন্যায় কাজ বলে মতামত দিয়েছেন, পাশাপাশি পুরুষের আন্তরিকতায় তা দূর করা সম্ভব বলেও তারা

মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক স্ত্রীই প্রত্যাশা করে স্বামীর নিকট ভালো ব্যবহার। প্রতিটা পরিবার যেকানে হতে পারত পরম নির্ভরতার জায়গা, চরম আকাঙ্খিত স্থান শুধুমাত্র আন্তরিকতার অভাবে তা হচ্ছে না।

পরিবারে দ্বন্দ অবসানে এবঙ নারীর প্রতি নির্যাতন এবং কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য তুর করতে পুরুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় এখনো পুরুষের প্রাধ্রান্য রয়েছে। পিতা যদি তার কন্যার, ভাই যদি তার বোনের, স্বামী যদি তার স্ত্রীর অদিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে তাহলে গোটা সমাজ এগিয়ে আসবে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায়। এজন্য সরকার, গণ-মাধ্যম ওসাধারণ মানুষ প্রত্যেকেরই নিম্ন লিখিত ভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সরকার

সরকার দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সরকার পারে দেশে নীতিমালা প্রণয়ন করতে এবং তা বাস্তবায়নে কাজ করতে। এজন্য সরকারে নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে।

- সম্পত্তিতে উত্তরাদিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রণীত আইন সমূহের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে এবং বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে বয়সের ব্যবধানে সামঞ্জস্যতা রাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

গণ-মাধ্যম

গণ-মাধ্যমগুলোতে ইতিবাচক প্রচার-প্রচারণা করতে হবে। কারণ গণ-মাধ্যমের দ্বারা যেকোন তত্য খুব সহজে সব শ্রেণীর মানুষের নিকট পৌঁছানো সম্ভব। সে ক্ষেত্রে-

- আইন সম্পর্কিত বিলবোর্ড, ফেস্টুন এবং পোস্টার এর মাধ্যমে বিভিন্ ইতিাবাচক তথ্য বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করতে হবে।
- নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবদান, নারীদের সফলতা এবং আদর্শ পরিবার সম্পর্কে সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রচার বা উপস্থাপন করতে হবে।
- নাটিকা, পথনাটক প্রদর্মন করার মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারীর প্রতি সহনমীল আচরণে পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে্
- স্বামী-স্ত্রীর উভয়কেই পরস্পরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যম (প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রোনিক)গুলোতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ রোধ এবং স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে বয়সের ব্যবধান সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমগুলোতে সংবেদশীল প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।

কমিউনিটি

কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যক্তি ও নাগরিক সচেতনতা তৈরিতে কাজ করতে হবে। কারণ পারিবারিক এবং সামাজিক পরিমন্ডল থেকে মানুষ প্রধানত শিক্ষা গ্রহণ করে। যা তার ব্যক্তিগত সকল কাজকে প্রভাবিত করে। সুতরাং-

- নারীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সকল কার্যকমের সাথে পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- শিক্ষার পাশাপাশি নারীদের আয়মূলক কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
- ইতিবাচক মনোভাব তৈরির জন্য মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সেমিনার, আলোচনা, গোলটেবিল করা।
- পারিবারিকভাবেই নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে শিশুদের)ছেলে-মেয়ে মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে কাজ করা।
- উঠান বৈঠক, দলীয় আলোচনা ইত্যাদির আলোচনা ইত্যাদির মাধ্রমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারীর প্রতি সহনশীল আচরণে পুরুষকে পুরুষকে ইদ্বুদ্ধ করা।
- যৌতুক নিরোধে আইন বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে।

নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনতে পুরুষের অংশগ্রহণ যতবেশি বাড়ানো যাবে, নির্যাতন-বৈষম্য ততবেশি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। আমাদের পরিবার থেকে শুরু হোক নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য কমিয়ে আনার কাজ। এরপর তার প্রভাব পড়বে

সমাজে। সমাজ থেকে রাষ্ট্রে। আমাদের পরিবারের পুরুষরা যদি নারীদের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখায় তাহলে তাদের অধিকার নিম্চিত করার কাজ সহজ হবে। পাশাপাশি নির্যাতন-বৈষম্য অনেক কমে আসবে।

পরিশিষ্ট -১

পুরুষদের জন্য নমুনা জরিপের

প্রশ্নপত্র

কোড : বয়স: পেশা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাসিক আয় (আনুমানিক):

১. আপনার স্ত্রী পরিবারে কত ঘন্টা কাজ করেন?

ক) ৫-৮ ঘন্টা খ) ৯-১২ ঘন্টা গ) ১৩-১৬ ঘন্টা ঘ) ১৭-২০ ঘন্টা
ঙ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে বলুন)

২. আপনার স্ত্রী পরিবারে যে কাজ করেন তার কোন আর্থিক মূল্য আছে কি?
ক) হ্যাঁ খ) না
৩.শিশুদের কি শিক্ষার প্রয়োজন আছে?
ক) ছেলে হ্যাঁ না
খ) মেয়ে হ্যাঁ না
৪. পরিবারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আপনি আপনা স্ত্রী'র সাথে পরামর্শ করেন কি?
ক) হ্যাঁ খ) না
৫. শিশুদের লালন-পলন (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করেন কি?
ক) হ্যাঁ খ) না
৬. শিশুদের লালন-পালন (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে আপনি কিভাবে স্ত্রীকে সহযোগিতা করেন?
ক) শুধু পরামর্ম দেই খ) শুধু অর্থ দেই গ) প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা করি
ঙ) আমি কোন দায়িত্ব পালন করি না

৭. নিম্নলিখিত সময় বা পরিস্থিতিতে কি নারীদের নির্যাতন করা যায়?
ক) শিশুদের ঠিকমত দেখাশোনা না করলে ক) হ্যাঁ খ) না
খ) আপনার অনুমতি ছাড়া বাইরে ক) হ্যাঁ খ) না
গ) খাবার তৈরিতে দেরী হলে ক) হ্যাঁ খ) না
ঘ) আপনার কথা না শুনলে ক) হ্যাঁ খ) না
৮. আপনার স্ত্রীকে আপনার কি মনে হয়?
ক) বন্ধু খ) কাজের লোক গ) পরিবারে অর্থনৈতিক সহযোগী ঘ) জীবন সঙ্গী
সহযোগিতার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

নারীদের জন্য নমূনা জরিপের

প্রশ্নপত্র

কোড: বয়স: পেশা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাসিক আয় (আনুমানিক):

১. আপনি পরিবারে কত ঘন্টা কাজ করেন?
ক) ৫-৮ ঘন্টা খ) ৯-১২ ঘন্টা গ) ১৩-১৬ ঘন্টা ঘ) ১৭-২০ ঘন্টা
ঙ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে বলুন)
২. আপনার পরিবারে যে কাজ করেন তার কোন আর্থিক মূল্য আছে কি?
ক) হ্যাঁ খ) না
৩.শিশুদের কি শিক্ষার প্রয়োজন আছে?
ক) ছেলে হ্যাঁ না
খ) মেয়ে হ্যাঁ না
৪. পরিবারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আপনি আপনা স্বামী সাথে পরামর্শ করেন কি?
ক) হ্যাঁ খ) না

৫. শিশুদের লালন-পলন (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করেন কি?
ক) হ্যাঁ খ) না
৬. শিশুদের লালন-পালন (লেখাপড়া, খাদ্য ইত্যাদি) বিষয়ে আপনার স্বামী কিভাবে সহযোগিতা করেন?
ক) হ্যাঁ খ) না
৭. যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে আপনার স্বামী কি ধরনের সহযোগিতা করেন?
ক) শুধু পরামর্ম দেই খ) শুধু অর্থ দেই গ) প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা করি

ঙ) আমি কোন দায়িত্ব পালন করি না

৮. নিম্নলিখিত সময় বা পরিস্থিতিতে কি নারীকে নির্যাতন করা যায়?

ক) শিশুদের ঠিকমত দেখাশোনা না করলে ক) হ্যাঁ খ) না
খ) আপনার অনুমতি ছাড়া বাইরে ক) হ্যাঁ খ) না
গ) খাবার তৈরিতে দেরী হলে ক) হ্যাঁ খ) না
ঘ) আপনার কথা না শুনলে ক) হ্যাঁ খ) না

৯. পুরুষের সাহায্য ছাড়া নারীরা বড় কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

৮. আপনার স্বামীকে আপনার কি মনে হয়?

ক) বন্ধু খ) কাজের লোক গ) পরিবারে অর্থনৈতিক সহযোগী ঘ) জীবন সঙ্গী

সহযোগিতার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

দলীয় আলোচনা এবং একান্ত সাক্ষাৎকারের
চেকলিস্ট

পুরুষ

১. পরিবার/সমাজে নারীদের অবদান কি?
২. এমন কোন সময় কি আছে যখন নারী নির্যাতন করা যায়? কখন?
৩. কেন নারীদের নির্যাতন করা যায় না?
৪. আপনার স্ত্রী যদি আপনা কথা মত না চলে তখন কি করবেন?
৫. একজন পুরুষ কি কোন নারী/স্ত্রী ছাড়া চলতে পারে?
৬. নির্যতানকারী পুরুষ এবং নির্যাতন না করা পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।
৭. কি কি কারলে কিছু পুরুষ নারীদের নির্যাতন করে?
৮. আপনার মতে নারী পুরুষ বৈষম্যের প্রধান কারণ কি?
৯. স্ত্রীর ওপর স্বামীর খুব রাগ হলে স্বামী কি করতে পারে?
১০. যখন শুধু স্বামীরা নির্যাতন করে সেখান বেশিরভাগ সময় কে অপরাধী থাকে?
১১. আপনি কি কোন আদর্শ পরিবার চেনেন? তারা কিভাবে/কেন আদর্শ
১২. পরিবারে কোন ধরনের ভুল বোঝাবুঝি কিভাবে সমাধান করা যায়?
১৩. আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কেমন ব্যবহার আশা করেন?
১৪. সুন্দর পরিবার গঠনে আপনার নিজের কোন স্বপ্ন থাকলে বলুন?

নারী

১. পরিবার/সমাজে নারীদের অবদান কি?
২. এমন কোন সময় কি আছে যখন নারী নির্যতান করা যায়? কখন?
৩. কেন নারীদের নির্যাতন করা যায় না?
৪. কি কি কারণে কিছু পুরুষ নারীদের নির্যাতন করে?
৫. কোন স্ত্রী যদি স্বামীর কথা মত না চলে তখন কি করা উচিৎ?
৬. আপনার কি এমন মনে হয় যে সবক্ষেত্রেই আপনা স্বামীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত?
৭. আপনার মতে নারী পুরুষ বৈষম্যের প্রধান কারণ কি?
৮. একজন নারী কি কোন পুরুষ/স্বামী ছাড়া চলতে পারে?
৯. নির্যতানকারী পুরুষ এবং নির্যাতন না করা পুরুষের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?
১০. স্বামীর ওপর স্ত্রীর খুব রাগ হলে স্ত্রী কি করতে পারে?
১১. যখন শুধু স্বামীরা নির্যাতন করে সেখানে বেশির ভাগ সময় কে অপরাধী থাকে?
১২. পরিবারে কোন ধরনের ভুল বোঝাবুঝির কিভাবে সমাধান করা যায়?
১৩. আপনি আপনা স্বামীর কাছ থেকে কেমন ব্যবহার আশা করেন?
১৪. আপনি কি কোন আদর্শ পরিবারকে চেনেন? তারা কিভাবে/কেন আদর্শ?
১৫. আপনার নিজের কোন স্বপ্ন থাকলে বলুন?

পরিশিষ্ট-২

সহযোগী সংগঠন এবং উপাত্ত সংগ্রহকারীদের তালিকা

১. চাঁদপুর কমিউনিটি ডেভেলপ্টমেন্ট সংস্থা (সিসিডিএস)
বাড়ী নং # ৩১-৩২
রহমতপুর আবাসিক এলাকা
নতুন বাজার চাঁদপুর -৩৬০০

উপাত্ত সংগ্রহকারী:
মাহতাব হোসাইন রাসেল
মোহাম্মদ মহসিন পাটওয়ারী

২. সার্ভিস অব হেলপিং ইনল্যান্ড অব পুওর এজেন্সি (শিপা)
বাসা- ২য় মান, চৌধুরীছড়া (কাঁঠালতলী),
কাপ্তাই প্রজেক্ট, রাঙ্গামাটি-৪৫৩২
উপাত্ত সংগ্রহকারী:
শাখাওয়াৎ হোসেন মানিক
মো: দিদারুল ইসলাম
আনোয়ারা আনু

৩. সেভ দি কোস্টাল পিপল (স্কোপ)
কাউনিয়া প্রধান সড়ক বরিশাল, ৮২০০

উপাত্ত সংগ্রহকারী:
শারমিন সুমী
মো: সালাউদ্দিন সুমন

৪. পাল্‌স তায়্যামা
পোস্ট বক্স নং ০২, বাইপাস রোড,
ঝিলংগা, কক্সবাজার

উপাত্ত সংগ্রহকারী:
সাইফুল আজিম
হালিমা আক্তার মুন্নী
ফাহিমা আক্তার মুনমুন
অমল বড়ুয়া

৫. ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন (ইপসা)
বাড়ি নং # এফ ১০ (পি), সড়ক # ১৩, ব্লক # বি
চান্দগাঁ আ/এ, চট্টগ্রাম -৪২১২

উপাত্ত সংগ্রহকারী:
মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
মোঃ সেলিম উদ্দিন সিকদার
মোঃ আবুল হোসেন
মুহাম্মদ হেলালী ইসলাম

৬. নজরুল স্মৃতি সংসদ (এনএসএস)
মুন্নু ভিলা (নিচতলা)
ইউ এন ও অফিস ব্রাঞ্চ রোড, আমতলী বরগুনা

উপাত্ত সংগ্রহকারী
দেবদুলাল হালদার
সৈয়দা মনিরা সুলতানা

৭. মালটি টাস্‌ক
হাসপাতাল রোড, পাথরঘাটা, বরগুনা

উপাত্ত সংগ্রহকারী:
রেনু রায়
রফিকুল ইসলাম

৮. নওজোয়ান
মমতা আবাসিক, মুন্সেফ বাজার,
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০

উপাত্ত সংগ্রহকারী:
মোঃ আব্দুল আলিম
মোঃ আনছারুল ইসলাম
শাহান আরা আলম

৯. সিলেট যুব একাডেমী
বাড়ী - ২০/এ, মেইন রোড, ব্লক- সি
শাহজালাল উপশহর, সিলেট- ৩১০০

উপাত্ত সংগ্রহকারী:
আব্দুর রাজ্জাক
হ্যাপি রানী দে

১০. বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (বিআইসিডি)
বাড়ি নং # ৬০২ (নতুন), ২য় তলা
শমসের মোল্লা সড়ক,
কাজলা, মতিহার, রাজশাহী ৬২০৪

উপাত্ত সংগ্রহকারী
মোঃ সাজেদুল আলম মন্টি
মোঃ রেজাউল করিম মাহবুব

-